২৮-১২-১৭ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা – তোমাদেরকে ভালো সংস্কার ধারণ করে পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে, অন্ধের লাঠি হতে হবে।"

প্রশ্ন:- অন্তিমে কেমন অবস্থা আসবে?

উত্তর:-অন্তিমে নিরন্তর আধ্যাত্মিক যাত্রা করতে থাকবে। বসে বসেই সাক্ষাৎকার হবে। বাবা এবং উত্তরাধিকার স্মরণে আসতে থাকবে। বৈকুন্ঠ দেখতে থাকবে - ব্যাস, আমরা আমরা এখনই এই ফল পাব। অনেক খুশি হবে। কিন্তু ভালো পুরুষার্থ না করলে অনুতাপ হবে। শাস্তিরও সাক্ষাৎকার করবে।

গীত:- হে রাতের পথিক ক্লান্ত হও না...

ওম্ শান্তি। এটা হল আধ্যাত্মিক যাত্রা। এই আধ্যাত্মিক যাত্রা হল সবথেকে মহত্বপূর্ণ। এটা হল ঈশ্বরীয় ভাষা বা ভাষণ। তোমরাও তো ভাষণ কর, তাই না? বাবা বলেন, আমি সবথেকে বেশি ভাষণ করি। কারণ আমি হলাম জ্ঞানের সাগর। আবার আমিই হলাম পতিত-পাবন সদগতিদাতা। জ্ঞানের দ্বারা সদগতি হয়। বাবা বলেন, বাস্তবে আমার একটাই নাম। জ্ঞানের সাগর এবং সদগতিদাতা তো একজনকেই বলা যাবে। অনেকজনকে তো বলা যাবে না। অন্যান্য মানুষেরাও বোঝে যে এটা একটা নাটক। চক্রও দেখায়। কিন্তু চক্রের আয়ুকে বিভিন্ন দেখিয়ে দেয়। চক্রের জ্ঞানও প্রয়োজন। লাখ বছর বলে দিলে তো কোনো কথার বিচার মাত্র করতে পারবে না। বাবাকে সকলের সদগতিদাতা, লিব্রেটর (মুক্তিদাতা) বলা হয়। এই যে এত আত্মারা ওপর থেকে এসেছে, যারা আগে ছিল না, তারা নিশ্চয়ই ভবিষ্যতেও থাকবে না। তাহলে কে এসে এত আত্মাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে? কেবল পরমপিতা পরমাত্মা-ই হলেন গাইড। গাইড মানে যিনি আগে আগে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যান। পতিত-পাবন, গাইড ইত্যাদি গায়নও করে। তিনি হলেন সকলের সদগতিদাতা। গুরু মানে হল - যিনি গতি করেন। গরুকে আগে এবং ফলোয়ার্সকে পেছনে রাখা হয়। এখানে সেইরকম কোনো ব্যাপার নেই। এখানে তো বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা আগে আগে চল। কারণ এটাতো গোশালা, তাই না? গোয়ালা গরুদের পেছনে থাকে, নাহলে গরুগুলো এদিকে ওদিকে চলে যাবে। বাবাও পেছনে থাকেন। আজকাল ভক্তরা মনে করে - মহাত্মাজী আগে থাকুন। তার থেকে আগে যাওয়াকে সম্মানহানিকর মনে করে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা আগে থাক। পেছন থেকে বাবাকে সবকিছু নজরদারি করতে হয় যাতে কোনো কিছু না খেয়ে নেয়। একটা গল্পে আছে - বাঘ বাঘ বলছিল, কিন্তু কোনো বাঘ ছিল না। তোমাদের ক্ষেত্রেও অনেকে বলে যে এই বি.কে.-রা তো বলে বিনাশ হবে, কিন্তু হয় না। কিন্তু হবে তো নিশ্চয়ই। ভবিষ্যতে মানুষ বুঝতে পেরে যাবে যে এটা আসলে বিনাশের সময়। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বিনাশ কেন হবে। দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই জানে না। আচ্ছা, মহাভারতের যুদ্ধের পর কি হয়েছিল? কেউই জানে না। তোমরা বাচ্চারাও পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে জেনেছ। বাবা আমাদের সহায়।

তোমরা জানো যে বাবা এসেছেন পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর জন্য। তাই বাচ্চাদেরকেও এইরকম সেবা করে উঁচু পদ পেতে হবে, পতিতদেরকে পবিত্র বানাতে হবে। অন্ধের লাঠি হতে হবে। বাবা

এবং বাদশাহীর কথা শোনানো হয়। পাঠক্রম তো খুবই সহজ। কল্পবৃক্ষ সামনেই আছে। শিববাবার সাথে ত্রিমূর্তির ছবি তো নম্বর ওয়ান। ত্রিমূর্তি হল মুখ্য। পরমাত্মা শিব হলেন তাদের থেকেও উঁচু। ওরা তো হলেন সূক্ষ্ম। তাদের থেকেও উঁচু হলেন পরমাত্মা। কিন্তু তাঁর নাম-রূপ-দেশ-কাল সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তোমরা বাচ্চারাও আগে জানতে না। দিনে দিনে সবকিছু বোঝানো হচ্ছে। এখন তোমরা বুঝে গেছ যে আমরা হলাম আত্মা। আত্মার মধ্যেই সংস্কার ভর্তি হয়। আত্মার মধ্যেই ভালো কিংবা খারাপ সংস্কার ভর্তি হয়। এখন ভালো সংস্কার খুব কম আছে। বাকি সবার মধ্যে খারাপ বা নিচে নামার সংস্কার। এখন কারোর মধ্যেই ভালো সংস্কার আছে এটা বলা যাবে না। কারণ এটা হল রাবণ রাজ্য। মায়াবী দুনিয়াতে কেউ ভাল এবং কেউ খারাপ হয়। কেউ পাপ কর্ম করলে বলা হয় যে এর সংস্কার ভাল নয়। যাদের সংস্কার খারাপ, তারা উত্তম সংস্কার বিশিষ্ট দেবতাদের সামনে গিয়ে তাদের গুণগান করে। ভারত সম্পূর্ণ ভালো সংস্কার বিশিষ্ট ছিল। এখন খারাপ সংস্কারে ভরে গেছে। এটাও মানুষ জানে না। বাবা বোঝাচ্ছেন, ওপর থেকে যেসব নুতন আত্মারা আসে, তাদের সংস্কার প্রথমে ভাল থাকে, পরে খারাপ হয়ে যায়। তারপর তারাই আবার তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান অবশ্যই হবে। ভারতের চিত্র-ই সামনে রয়েছে। যাদের সংস্কার খারাপ, তারা বসে বসে দেবতাদের গুণগান করে, কারণ ওরা দৈবী গুণ সম্পন্ন। মানুষ বোঝে যে বিকারের বশীভূত হওয়া একটা আসুরি স্বভাব। তাই জন্যই তো সন্ন্যাসীরা পালিয়ে যায়। তারপর বলে যে, আমি অমুক সন্ন্যাসীর শিষ্য। কিন্তু সবাই তো ফলো করে না। তোমরা জানো যে, এই দেবী-দেবতারা প্রবৃত্তি মার্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারাই এখন অপবিত্র হয়ে গেছে। বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা পুরো ৮৪ জন্ম নিয়েছ। দৈবী দুনিয়া এবং আসুরিক দুনিয়ার গায়ন রয়েছে। তোমরা এখন বুঝেছ যে, রাবণের জন্যই এত দুঃখ হয়েছে। বাবা সম্মুখে বসে বোঝাচ্ছেন, তোমরাই পূজ্য ছিলে, এবং তোমরাই এখন পূজারী হয়ে গেছ। তারপর আমি এসে পূজ্য বানাই। বাবা তো সদা-পূজ্য। কিন্তু ব্রহ্মাকে সদা-পূজ্য বলা যাবে না। কেবল বাবা-ই হলেন সদা-পূজ্য, যিনি বলেন, আমি এসে তোমাদেরকে ২১ জন্মের জন্য পূজ্য বানিয়ে দিই। অনেকজন দেবী রয়েছে। তোমরা অনেকজন মিলে ভারতকে পবিত্র বানিয়েছ। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে ফার্স্টক্লাস নলেজ আছে যে সৃষ্টিচক্র কিভাবে আবর্তিত হয়। বাবা-ই সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে নিজের সাথে আধ্যাত্মিক যাত্রায় নিয়ে যান। তিনি হলেন স্পিরিচুয়াল ফাদার, সকল আত্মার পিতা। তাঁর উদ্দেশ্যেই মহিমা করা হয় - হে পতিত-পাবন, তুমি এসো। অনেক মানুষই বোঝে যে আত্মা পতিত হয়ে যায়। অনেকে আবার বোঝে না। ভাল এবং খারাপ সংস্কার আত্মার মধ্যেই থাকে। আত্মাই দুঃখ অনুভব করে। তো বাবা এখন বলছেন, বাচ্চারা, তোমরা সার্ভিস করো। পাপ আত্মাদেরকে পবিত্র পূজ্য আত্মা বানাও। ভারতের সম্বন্ধে গায়ন আছে যে, ভারতের মতো এত পুণ্যবান আর কেউ নেই। ভারতেই শিবের কাছে সব সমর্পণ করে, কিন্তু কোনো অর্থ বোঝে না। বোঝার যে আমরা শিবপুরী বা মুক্তিধামে চলে যাব। এমন না যে ওরা এক সেকেন্ডে মুক্তি পেয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, ওরা যেসব পাপ করেছে, সেইগুলো থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। কিন্তু স্যুইট হোমে তো কেউ ফিরে যেতে পারবে না। স্যুইট হোম হল মাতা পিতার ঘর। মানুষ তো কিছুই জানে না। অন্ধশ্রদ্ধার জন্য কেবল ঈশ্বরের নাম বলে দেয়। ঈশ্বর তো একজন, তাহলে মাতা-পিতা কেন বলা হয়? যেহেতু তিনি রচয়িতা, তাই মাতাও নিশ্চয়ই আছেন। নাহলে রচনা হবে কিভাবে। তুমি হলে মাতা-পিতা, আমরা তোমার বালক... শিববাবা ব্রহ্মার মুখের দ্বারা তোমাদেরকে নিজের সন্তান বানান। এর মধ্যে প্রবেশ করে দত্তক নেন। এখন তোমরা সম্মুখে বাবার কাছ থেকে শুনছ। এরপর আবার ৫ হাজার বছর পরে শুনবে। এখন তোমরা যা কিছু লিখছ, সব বিনাশ হয়ে যাবে। তারপর এইসব কথা কে বলবে? কেউ হয়তো নীচ থেকে সেই পুরাতন কাগজ বার করে,

সেটা থেকে শাস্ত্র বানাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভক্তিমার্গে সেই একই শাস্ত্র বানাবে। নুতন কিছু বানাবে না। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে নীচ থেকে সেগুলোই বেরিয়ে আসবে। গীতা, ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি পুনরায় একইরকম তৈরি হবে। স্বর্গের জিনিসপত্রও সেইরকমই হবে যেমন আগের কল্পে হয়েছিল। এখন মনে করে যে স্বর্গে গিয়ে এইরকম এইরকম মহল বানাব। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যে স্থায়ী খুশি থাকা উচিত। আমরা গিয়ে রাজকুমার হব। যদি নিশ্চয় নেই তাহলে স্কুলে যেন কোনো অবুঝ ছাত্র বসে আছে। এখানেও যদি জ্ঞান বুঝতে পেরেও কাউকে না বোঝাও, তাহলে অবুঝ বলা হবে। রাজা তো হবে। কিন্তু কেউ সূর্যবংশের রাজা হয়, কেউ চন্দ্রবংশের। পড়াশুনাতেই অনেক তফাৎ হয়ে যায়। বাবা তো ভালোভাবে বোঝান। বাচ্চাদেরকে ভালো ভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা আর কি করবেন? বোঝাবেন যে আধ্যাত্মিক যাত্রা করো। অন্য কিছু বোঝাতে না পারলে, ছবি দেখে বোঝাও। এটাও দেখা যায় যে, যাকে বোঝানো হয়, সে তীব্র গতি সম্পন্ন হয়ে যায়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও আসে।

বাবা তো আগেই সাক্ষাৎকার করিয়েছেন যে ইব্রাহিম, বৌদ্ধ এবং যিশুখ্রিস্টও আসবে। এইগুলো খুবই সহজ অথচ বোঝার বিষয়। সৃষ্টিচক্রকে বুঝতে পারা তো খুবই সহজ। কেবল মুস্কিল হল – বাবার স্মরণে থাকা। পবিত্রও হয়ে যায়। ডিফিকাল্ট হল রুহানি যাত্রা, এতেই ক্লান্ত হয়ে যায়। যদি সারাদিন স্মরণ থাকে, তাহলে তো কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে। স্কুলে তো যখন রেজাল্ট বেরোয়, তখন পাস হয়। রুহানি যাত্রাই হল মুখ্য বিষয়। 'রুহানি যাত্রা' - এটা খুব সুন্দর কথা। যোগেই পরিশ্রম। হঠযোগ তো অনেকেই শেখায়। কিন্তু এটা হল রুহানি যোগ। তোমরা ছাড়া অন্য কেউ এটা বোঝাতে পারবে না। এই রাজযোগের দ্বারা-ই মানুষ পতিত থেকে পবিত্র হতে পারবে। কেবল বাবা এবং তোমরা বাচ্চারাই এই যোগ শেখাতে পারবে। বাইরের সবাই এটা শুনলে বলবে যে আমাদের যোগটাই সঠিক, বাকি সবকিছু মিথ্যা। বাইরেও বাচ্চাদেরকে যেতে হবে। এই যোগ তো কেউই জানে না। ওইসব যোগের নাম হল হঠযোগ। এটা হল রাজযোগ। ভগবানুবাচ হল, আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই। ওইসব হঠযোগ তো মানুষ শেখায়। কিন্তু ভগবান কে? কৃষ্ণ তো যোগের দ্বারা-ই এত উঁচু পদ পেয়েছিল। ভগবান তো হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, নিরাকার। অতএব, বীজ এবং বৃক্ষের জ্ঞান খুবই সহজ। কিন্তু স্মরণে থাকতে পারে না। কাউকে কল্পবৃক্ষ ইত্যাদির রহস্য বোঝানো তো খুব সহজ। অনেক বাচ্চাই ভালোভাবে বোঝায়। কিন্তু যোগেই পরিশ্রম। প্রতি মুহূর্তে যদি একে অপরকে সাবধান করতে থাকে, তাহলেও অতি ভাগ্যবান।

বাচ্চারা বোঝে যে, এটা সহজ কিন্তু আবার কঠিনও। অনেকেই অনুত্তীর্ণ হয়ে যায়। তাই বলে যে, আমাকে যোগ শেখাও, আমার শান্তি ভালো লাগে। শান্তির নাম তো শুনেছ, তাই না? কেউ কেউ বলে যে, যোগ করে আমি শান্তি অনুভব করি। এটাও মিথ্যা কথা। আধ ঘন্টা যোগ করে চলে গেলাম – ওটা কোনো শান্তি নয়। ওটা তো অল্প সময়ের ব্যাপার হয়ে গেল। শান্তি তখনই পাওয়া যাবে, যখন গৃহস্থে থেকেও পবিত্র হয়ে রুহানি যাত্রা করবে। অফিসে বসে, ঘরে বসে যাত্রা করতে থাকবে। অন্তিমে তোমাদের এইরকম অবস্থা আসবে। বসে বসেই সাক্ষাৎকার করবে। বাবা এবং উত্তরাধিকার স্মরণে আসবে। বৈকুন্ঠ দেখতে পাবে। ব্যস্ এখন আমরা এই প্রালব্ধ পাব, পরে অনেক সাক্ষাৎকার হবে। অনুতাপও হবে। যখন দেখবে এই ভাই বোন, ওই ভাই বোন কী হয়েছে ! আর আমি হয়েছি! সাজা-ও অনেক পাবে । বাবা বলেন আমি তো তোমাকে বুঝিয়েছিলাম। তুমি বুঝতে চাওনি। প্রমাণ ছাড়া কেউই সাজা পাবে না। সাক্ষাৎকার করিয়ে তবেই সাজা দেওয়া হয়। বাচ্চারা, তোমাদেরকে খুব

ভালো করে বোঝনো হচ্ছে। এখন যদি পুরুষার্থ না করো, তবে কল্প কল্প এমনই ঢিলা পুরুষার্থ হবে। এখন তোমরা বুঝতে পার যে অমুক আত্মা আমার থেকে অনেক উঁচু পদ পাবে। তার সার্ভিসের ব্যাপারে খুব আগ্রহ রয়েছে। কেউ আসলে তাকে ওই আত্মা রাস্তা দেখিয়ে থাকে, খুব খুশিতে থাকে। ডুবন্ত মানুষকে পার করাতে হব, যে সাঁতরে পার হতে চায়, সে ঝট করে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর গীত গাইতে থাকে – আমার নৌকা পার লাগিয়ে দাও। বাবা আমাকে সত্যিকারের পথ দেখাচ্ছেন। আমি আদেশ পেয়েছি যে যে-ই আসুক তাকে নিজের লক্ষ্য বলে দিতে হবে। বাকি সব কিছুই হল ভক্তি কাল্টের । পতিত পাবন হলেন বাবা – ই, যিনি এসে গীতা জ্ঞান শোনান। শ্রী শ্রী ১০৮ হল রুদ্র অর্থাৎ শিব নিরাকারের মালা । নিরাকার এসে পড়ান। এটা কোনো শাস্ত্রের জ্ঞান নয়। আমাদের তো বাবা – ই জ্ঞান শোনান । মহিমা তো বাবার – ই। জ্ঞানের সাগর হলেন তিনি। এমনভাবে বোঝাতে হবে যাতে মাঝখানে কোনো কথাই না বলতে পারে। আমরা বেহদের বাবার কাছ থেকে পড়ি। সকলের সদগতি দাতা হলেন বাবা । এর ওপরে জোর দেওয়া উচিত। তারপরেও যদি না বোঝে তাহলে ছেড়ে দাও। তাকে বলে দাও, তুমি দেবতা ধর্মের নও । এই পথ ছেড়ে দাও। তবে বোঝানোর জন্যে সাহসের দরকার। সন্ন্যাসীরাও কেউ কেউ চলে আসে। পরবর্তী কালে আরও আসবে। কুম্ভ মেলায় তো প্রচুর আসে, স্নান করে। দিনদিন ভক্তি তমোপ্রধান হয়ে যাচ্ছে। একে ঐতিহ্যের অবনমন (fall of pomp) বলা হয় । এও এক খেলা। যাতে দেখানো হয় যে কীভাবে দুনিয়ার বিনাশ হয়। এখন সেটাই রমরমা। বাচ্চারা, তোমাদের সব সময় নেশা থাকা উচিত যে বাবা আমাদেরকে পড়ান। বাবা আমাদেরকে সুখধামের রাস্তা বলে দেন। আমরা যদি অন্যদের রাস্তা না বলে দিই আমাদেরকে বাচ্চা কীভাবে বলা হবে! উল্টো চালচলন হলে বাবার সমানহানি হয়। অনেক বাচ্চা ভাবে যে আমি পাপ করছি, বাবা কী করে জানবেন ! আরে ভক্তি মার্গেও আমি সব জানতে পেরেছি, তবেই তো তোমরা ভক্তির ফল পেয়েছ। বাবার খুব দয়া হয় যে – বাচ্চারা এখনও লুকিয়ে লুকিয়ে ভুল কাজ করে। বোঝে না। আচ্ছা !

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) রুহানি যাত্রায় থাকতে হলে একে অপরকে সাবধান করতে হবে। কর্মাতীত অবস্থাতে যাওয়ার জন্য সারাদিন স্মরণে থাকার মেহনত করতে হবে।

২) কোনো রকম উল্টো চালচলন করা চলবে না। সকলকে সুখধামের রাস্তা বলে দিতে হবে। সার্ভিসের আগ্রহ বা শখ রাখতে হবে।

বরদান :- দেহের অহংকার বা দম্ভের সূক্ষ্ম অংশেরও পরিত্যাগ কারী আকারী তথা নিরাকারী ভব

অনেকেরই স্থূলভাবে কারো প্রতি মোহ অথবা দম্ভ হয়তো নেই, কিন্তু নিজের বিষয়ে কিছু অহংকার রয়েছে। অর্থাৎ কোনো বিশেষ সংস্কার, নিজের কোনো বিশেষ বুদ্ধিমত্তা, গুণ, বিশেষ কোনো কলায় দক্ষতা, কোনো বিশেষ শক্তির বিষয়ে নিজের অহংকার রয়েছে বা সেই বিষয়ের প্রতি নেশা রয়েছে বা কর্তৃত্ব ফলাতে চায় – এ সবই হল সূক্ষ্ম দেহ-অভিমান । তো এই অভিমান কখনোই আকারী

ফরিস্তা বা নিরাকারী হতে দেবে না। সেইজন্য এর অংশমাত্রেরও ত্যাগ করো। তবেই সহজে আকারী তথা নিরাকারী হতে পারবে।

স্লোগান :- প্রয়োজনের সময় সহযোগী হও - তবেই পদমগুণ রিটার্ন পাবে।